আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ১৩-১১-২০২৩ (পৃঃ ০৪)

আশার আলো দেখাচ্ছে ব্রি ধান-১০৩

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদ্য উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাতের ব্রি ধান-১০৩ চাষে আশার আলো দেখছেন চাষিরা। আমন মৌসুমে অন্য জাতের ধান চাষের চেয়ে এ জাতের ধান চাষাবাদে দ্বিগুণ ফলন পাওয়া যায়। টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার চাষিরা এ ধান চাষ করে দ্বিগুণ ফলন পাওয়ায় তাদের মুখে ফুটেছে হাসি। এ জাত সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং চাষিরা উপকৃত হবে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, ব্রি ধান-১০৩ স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ধান। গড় আয়ু ১২৮-১৩৩ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩.৭ গ্রাম। এ ধানের প্রোটিন এবং অ্যামাইলোজের পরিমাণ ৮.৩% এবং ২৪%। চালের আকার/আকৃতি লম্বা ও চিকন হওয়ায় ধানের দাম বেশি। বিঘা প্রতি ফলন ২৪-২৫ মণ। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে প্রতি হেক্টরে ৮.০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। আরও জানা গেছে, ভাত ঝরঝরে। ধানে রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ অনেকটা কম। সারও কম লাগে। খেত থেকে ধান কাটার পরপরই 'রবি শস্য' করা যায়। এ আগাম জাতের ধান চাষাবাদ করে ২ ফসলি জমিকে ৩ ফসলি ও ৩ ফসলি জমিকে ৪ ফসলে রূপান্তর করতে পারেন চাষিরা।

দা য়ি ত্ব শী ল দে র দৈ নি ক
দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ১৩-১১-২০২৩ (পৃঃ ০৪)

খাদ্য নিরাপত্তায় হাইব্রিড ধান চাষের গুরুত্ব

আব্দুল হাই রঞ্জু

বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দেশ বাংলাদেশ। হু হু করে বাড়ছে মানুষ। অথচ প্রতিনিয়তই কমছে আবাদি জমির পরিমাণ। প্রতি বছর বসতবাড়ি, নগরায়ণ, হাটবাজার, রাস্তাঘাটের জন্য এক শতাংশ করে কমছে আবাদি জমি। মানুষের খাদ্য চাহিদা বাড়ছে। অথচ আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে। বাস্তবে একমাত্র এক জমিতে একাধিকবার ফসল উৎপাদন ও হাইব্রিড জাতের উচ্চফলনশীল ধান চাষাবাদের কোনো বিকল্প নেই। চলতি বছরের ২১ অক্টোবর দৈনিক দেশ রূপান্তরে '১৫ বছরে ধানের ৮০ নতুন জাত' শিরোনামে প্রকাশিত খবরটি খুবই আশাব্যঞ্জক। ওই খবরে বলা হয়েছে, গত ১৫ বছরে ধানের ৮০টি জাত উদ্ভাবন হয়েছে। দুর্যোগ-সহনীয় ও আবহাওয়া উপযোগী উচ্চফলনশীল নতুন ধানের জাতে আমরা প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখন ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। যা সম্ভব হয়েছে আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন ও পরিশ্রমী কৃষককুলের বদৌলতে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে চালের উৎপাদন ছিল ৪০১ দশমিক ৭৬ লাখ মেট্রিক টন। অর্থাৎ গত ১৫ বছরে চালের উৎপাদন বেড়েছে ৮৮ দশমিক ৫৯ লাখ মেট্রিক টন। উল্লেখ্য, গবেষণা খাতে সরকারের বাজেট বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, গবেষণা উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি এবং দেশে-বিদেশে বিজ্ঞানীদের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করায় নতুন নতুন ধানের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। শুধু হাইব্রিড ধানই নয়, বৈরী পরিবেশ-সহনশীল জাতসহ ৩৯৯টি আউশী জাতের ফসল ও ৭০৮টি প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিআরআরআই) তথ্য মতে, ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত লবণাক্ততা-সহিষ্ণু, জলমগ্নতা ও জলবদ্ধতা-সহিষ্ণু এবং জোয়ারভাটা-সহিষ্ণু, প্রিমিয়ার কোয়ালিটি, জিংক-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধু ১০০, ব্রি-১০২ সহ ৬১টি ধানের জাত উদ্ভাবন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দেশ রূপান্তরে কৃষি সচিব ও সাহিদা আক্তার বলেন, ধানের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনে রয়েছে সরকারের পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট। এ জন্য গবেষণায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, সারে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়াসহ বীজ সহজলভ্যতা করায় প্রতি বছরই ধান উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তবে এ বক্তব্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদনে। চলতি বছরের ১৫ জুন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চাল উৎপাদনে এখনো শীর্ষে চীন, দ্বিতীয় অবস্থানে ভারত, এরপরই তৃতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ। একই সালে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও খাদ্য বিষয়ক সংস্থা (ইউএসডি)-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে গত এক বছরে চালের উৎপাদন মোট সাড়ে সাত লাখ টন বেড়েছে। ফলে চালের রপ্তানি দেশটিতে কমেছে। যেখানে ২০২০-২১ সালে বাংলাদেশ ২৬ লাখ ৫০ হাজার টন চাল আমদানি করেছে, সেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা কমে আমদানি হয়েছে মাত্র ৮ লাখ টন। এই হিসাবে স্পষ্ট, বাংলাদেশে চালের উৎপাদন বেড়েছে, ফলে আমদানি নির্ভরতাও কমে আসছে।

দায়িত্বশীলদের দৈনিক
দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ১৩-১১-২০২৩ (পৃঃ ০৪)

প্রকৃত অর্থে ধান চাল উৎপাদনে বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সাফল্য এসেছে মূলত হাইব্রিড জাতের নতুন নতুন উচ্চফলনশীল জাতের ধান উৎপাদনের কারণে। সরকারও দেশে হাইব্রিড জাতের ধান উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। চলতি বছর বেরো মৌসুমে হাইব্রিড জাতের ধানের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ১৪ লাখ ৪০ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ৯০ কোটি টাকা প্রণোদনা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগ হাইব্রিড জাতের ধান উৎপাদনে আরও বেশি সহায়ক হবে। তবে শঙ্কার বিষয় হচ্ছে, আমাদের দেশে কৃষিবীজের মান ও সংকট নিয়ে। অনেক সময়ই ভালো মানের বীজ পাওয়া যায় না। আবার বীজের সংকট তো হরহামেশাই ঘটে। যেহেতু হাইব্রিড ধানের ভালো মানের বীজ উপযুক্ত সময়ে কৃষকের হাতে আসে না। ফলে উফশী জাতের বীজতলা করতে অনেক কৃষকই বাধ্য হন। যেমন বোরো চাষাবাদে ব্রি-২৮, ব্রি-২৯ ধানের জাত এক সময় দেশে প্রচুর চাষাবাদ হতো। এমনকি ব্রি-২৮ দেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় একটি ধানের জাত। গত কয়েক বছর ধরে ব্রি-২৮ এর আবাদ অনেক কমে গেছে। আবাদ কমলেও এই ধানের প্রচুর চাহিদা এখনো বিদ্যমান। ব্রি-২৮ জাতের ধানের ভিত্তি বীজ না পাওয়ায় নিম্নমানের বীজ দিয়ে চাষাবাদ করায় একদিকে যেমন পোকামাকড়ের আক্রমণ বেড়েছে, অন্যদিকে ফলনও কমে আসছে। ফলে জনপ্রিয় এই জাতের চাষ এখন প্রায় বন্ধের পথে। যদিও কৃষি বিজ্ঞানীদের চিকন বিভিন্ন জাতের ধান উদ্ভাবন হওয়ায় মানুষ এসব ধানের চিকন চাল খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। বিশেষ করে হাইব্রিড হীরা ধানের চালের ভাত ঝরঝরে হওয়ায় হীরার ভোক্তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার এর বীজ সহজলভ্য এবং ফলন বেশি হওয়ায় হীরা ধানের কদরও অনেক বেড়েছে। হাইব্রিড হিসেবে হীরার প্রচুর চাহিদা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি হীরার চাষাবাদ করায় ধান উৎপাদনের পরিমাণও অনেক বেড়েছে। সূত্র মতে, দেশে অর্থনীতির অস্বস্তির মধ্যেও টানা ষষ্ঠবারের মতো ধান উৎপাদন বেড়েছে। গত বোরো মৌসুমে দুই কোটি সাত লাখ টন ধান উৎপাদিত হয়েছিল। যা আগের বছরের তুলনায় তিন শতাংশ বেশি। ফলে মোট চাল উৎপাদন আমনসহ তিন কোটি ৯১ লাখ টনে দাঁড়িয়েছে। আবার গত বছর বোরোতে কৃষক ধানের ন্যায্যমূল্য পাওয়ায় ধানচাষে আগ্রহও অনেক বেড়েছে। আশা করি আগামী বোরো মৌসুমে যদি ভালো মানের বীজের সরবরাহ ও সার, তেলের সংকট না হয় তাহলে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

আবার চলতি সময়ে চালের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার ভোক্তার স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে সবধরনের চাল রপ্তানির ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তা বলবৎ রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে, ১৭ কোটি মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ হওয়ার পর রপ্তানির সুযোগ থাকলে তখন বিবেচনা করা হবে। বিআরআইয়ের ডাবলিং রাইস প্রোডাকটিভিটি (ডিআরপি) ইন বাংলাদেশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, আগামী ২০২৩ সালে দেশে ধানের উৎপাদন ৪০ দশমিক ৭ মিলিয়ন টন, ২০৪০ সালে ৪৩ দশমিক ৯ মিলিয়ন টন ও ২০৫০ সালে ৪৬ দশমিক ৭ মিলিয়ন টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে। আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা ২১ কোটি ৫৪ লাখ হলে উল্লিখিত ধারায় ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা যেমন বিঘ্নিত হবে না, তেমনি দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণও হবে।

লেখক : কৃষি ও পরিবেশবিষয়ক লেখক